স্কুলে ফের ভোকেশনাল কোর্স চালুর দাবি শিক্ষার্থীদের

নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

কুমারগ্রাম, ১৩ মার্চ ঃ একসময় প্রথাগত শিক্ষার পাশাপাশি ভোকেশনাল কোর্স চালু ছিল কুমারগ্রাম মদনসিং উচ্চবিদ্যালয়ে। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরেই সেটা বন্ধ বলে অভিযোগ উঠেছে। ফলে প্রত্যন্ত কুমারগ্রাম এবং আশপাশের বেশ কয়েকটি গ্রামের উৎসাহী শিক্ষার্থীরা বৃত্তিমূলক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। গতানুগতিক লেখাপড়ার সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের বৃত্তিমূলক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে গ্রামের বহু ছেলেমেয়ে স্বনির্ভর হয়েছেন। পাশাপাশি পেশাদারিত্বের মানও বেড়েছে। ব্যক্তিগত উদ্যোগে তো বটেই, বিভিন্ন সরকারি দপ্তরেও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছেলেমেয়েরা কাজ করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। ফলে ভোকেশনাল কোর্সের প্রতি প্রত্যন্ত গ্রামের ছেলেমেয়েদের আগ্রহ যেমন বেড়েছে, তেমনি অভিভাবকরাও পেশামূলক শিক্ষার ব্যাপারে সচেতন হয়েছেন। সকলেই চাইছেন, কুমারগ্রাম মদনসিং উচ্চবিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকা ভোকেশনাল কোর্স ফের চালু হোক।

এই স্কুলে ২০০৬ সালে ভোকেশনাল কোর্স চালু হয়। সাধারণ পাঠক্রমের পাশাপাশি পেশামূলক শিক্ষাব্যবস্থা চালু হওয়ায় সুফলও মেলে। এলাকার ছেলেমেয়েরা পাম্পসেট মেরামত, কৃষিকাজ এবং বিদ্যুৎ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় হাতেকলমে শিখে স্বনির্ভর হয়েছেন। অনেকেই প্রশিক্ষণ শেষে বিভিন্ন বেসরকারি কেন্দ্রে কাজে যোগ দিয়েছেন। কিন্তু ২০১২ সালে কারণবশত এই কোর্স বন্ধ হয়ে যাওয়ায় গ্রামের পিছিয়ে পড়া জনজাতির ছেলেমেয়েরা কারিগরি শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। দিনকে দিন বেকারত্বের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এলাকার অল্পশিক্ষিত ছেলেমেয়েরা রুটিরুজির টানে ভিনরাজ্যে পাড়ি দিচ্ছে। সামান্য পয়সার বিনিময়ে ভিনরাজ্যের উন্নয়নে এ রাজ্যের ছেলেমেয়েদের কাজে লাগানো হচ্ছে। আখেরে ক্ষতি তো রাজ্যেরই হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দা অনিলচন্দ্র দাস অভিযোগ করে বলেন, 'টানা কয়েক বছর ধরে ভোকেশনাল বিভাগ তালাবন্ধ হয়ে পড়ে থাকায় লক্ষ লক্ষ টাকার যন্ত্রাংশ, আসবাব নষ্ট হচ্ছে।' অপর বাসিন্দা সুজিত দাস বলেন, 'পূর্ণাঙ্গ পরিকাঠামো থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র সরকারি উদ্যোগের অভাবে আমাদের ছেলেমেয়েরা পেশাদারি প্রশিক্ষণের সুযোগ পাচ্ছে না। আমরা বিষয়টি লিখিতভাবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কারিগরি শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী পূর্ণেন্দু বসুর কাছে জানিয়েছি। আশা করছি, এ ব্যাপারে তাঁরা যথাযথ পদক্ষেপ করবেন।' স্থানীয়রা সহ স্কুলের শিক্ষক, পড়ুয়া-সকলেই ফের ভোকেশনাল কোর্স চালুর দাবি জানান। এ বিষয়ে মদনসিং উচ্চবিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সভাপতি জগদানন্দ বাজপেয়ী বলেন, 'স্কুলে ভোকেশনাল কোর্স ফের চালুর প্রক্রিয়া জারি রয়েছে। কিন্তু ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষিত হওয়ায় গোটা প্রক্রিয়া পিছিয়ে গেল। নির্বাচন শেষে এ ব্যাপারে রাজ্য কারিগরি শিক্ষা দপ্তরে ফের যোগাযোগ করা হবে।'

স্কুলের টিচার ইন-চার্জ স্বপন চক্রবর্তী বলেন, 'এলাকার উৎসাহী ছেলেমেয়ে এবং অভিভাবকদের দাবিকে গুরুত্ব দিয়ে ভোকেশনাল কোর্স ফের চালুর জন্য গত কয়েক বছরে একাধিকবার রাজ্যের কারিগরি শিক্ষা দপ্তরে যোগাযোগ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রীর কাছে চিঠিও পাঠানো হয়েছে। আশা করছি, এলাকার ছেলেমেয়েদের স্বনির্ভর করতে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেবে।'

তালাবন্ধ মদনসিং হাইস্কুলের ভোকেশনাল বিভাগ। -সংবাদচিত্র

নিকাশিনালা নেই, সামান্য বৃষ্টিতেই জল জমে

বানারহাট, ১৩ মার্চ ঃ রাস্তার কোনো ধারেই নিকাশিনালা নেই। ফলে বৃষ্টির জল রাস্তার একপাশেই জমে থাকে। দু-এক পশলা বৃষ্টি হলেই এমন ছবি চোখে পড়ে বানারহাটের গুরুত্বপূর্ণ ইউবিআই রোড এলাকায়। বানারহাট কলোনি, বাজার, গেন্দ্রাপাড়া চা বাগান, তোতাপাড়া চা বাগান, মোগলকাটা চা বাগান সহ বিভিন্ন এলাকার মানুষকে বানারহাট থানা, গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস বা হাসপাতালে যেতে হলে এই ইউবিআই রোড হয়েই যেতে হয়। দীর্ঘদিন ধরেই এই সমস্যার সমাধান না হওয়ায় ক্ষুব্ধ এলাকার ব্যবসায়ী সহ স্থানীয়রা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে এই রাস্তায় জল জমে থাকে। নিকাশির কোনো ব্যবস্থাই নেই। সামান্য বৃষ্টিতেই রাস্তায় জল দাঁড়িয়ে যায়। রাস্তার একদিকে জল জমে থাকায় পথচলতি মানুষের অসুবিধের পাশাপাশি ব্যবসায়ীরাও ক্ষতির মুখে পড়েন। যানজটও তৈরি হয়। যানবাহন চলার সময় জলকাদা যেমন মানুষের গায়ে ছেটে, তেমনি দোকানগুলিতেও আসে। ব্যবসায়ী অমর পাল বলেন, 'দোকানের সামনে জল জমে থাকলে ক্রেতারা জলকাদা ডিঙিয়ে দোকানে আসতে চান না। শীঘ্রই সমস্যার সমাধান করা প্রয়োজন।'

বানারহাট-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান তবারক আলি বলেন, 'ব্যবসায়ীরা জায়গা দিলে গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে রাস্তার দু'ধারেই নিকাশিনালা তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হবে।'

খেতিতে তৃণমূলের কর্মীসভায় বনমন্ত্রী

ফুলবাড়ি, ১৩ মার্চ ঃ কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী পরেশচন্দ্র অধিকারীর সমর্থনে বুধবার মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের ফুলবাড়ির খেতিতে কর্মীসভা করেন বনমন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ বর্মন। এদিন সন্ধ্যায় কর্মীসভা শেষে বনমন্ত্রী জানান, কর্মীসভায় দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে প্রচার পদ্ধতি সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। প্রচারে জোর দেওয়া হবে খুলি বৈঠকের উপর। সেই বৈঠকে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কথা মানুষের সামনে তুলে ধরা হবে।

এদিকে, এদিন থেকেই পরেশবাবুর সমর্থনে দেয়াল লিখনের মাধ্যমে প্রচার শুরু করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূল কংগ্রেসের ফুলবাড়ি অঞ্চল কমিটির সভাপতি কৃষ্ণপদ বর্মন বলেন, 'দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে এদিন খেতি থেকে দেয়াল লিখনের মাধ্যমে প্রচার শুরু হয়েছে।'

মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের কেদারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের ভান্ডানি মেলার মাঠে পরেশবাবুর সমর্থনে প্রচার নিয়ে এদিন সভা করল তৃণমূল কংগ্রেস। সভায় উপস্থিত ছিলেন কেদারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুধীর বর্মন, অঞ্চল সভাপতি বকুল মিয়াঁ প্রমুখ।

ট্রাকের ধাক্কায় মৃত কিশোর

রাজগঞ্জ, ১৩ মার্চ ঃ বুধবার ফুলবাড়ি মোড় এলাকায় এশিয়ান হাইওয়েতে ট্রাকের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক কিশোরের। মৃতের নাম জসিম আনসারি (১৫)। দুর্ঘটনার পর উত্তেজিত জনতা রাস্তা অবরোধ করে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। পুলিশের হস্তক্ষেপে কিছুক্ষণের মধ্যেই অবশ্য অবরোধ উঠে যায়।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই কিশোর ফুলবাড়ি এলাকায় পরিবারের সঙ্গে ভাড়াবাড়িতে থাকত। এদিন সকালে রাস্তার পাশের কল থেকে জল আনতে যাওয়ার সময় ট্রাকের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। পুলিশ জানিয়েছে, দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ট্রাকটি আটক করে চালককে গ্রেফতার করা হয়েছে।

কর্মীসভা

কোচবিহার ব্যুরো, ১৩ মার্চ ঃ বুধবার কোচবিহার জেলার নানা জায়গায় তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীসভা করে। সভাগুলিতে দলীয় প্রার্থীর প্রচার নিয়ে আলোচনা হয়।

এদিন ব্লকস্তরে তৃণমূলের কর্মীসভা হল বক্সিরহাটে। বুধবার বক্সিরহাট থানার বালাকুঠি-জোড়াই মোড় কমিউনিটি হলে তৃণমূল কংগ্রেসের তুফানগঞ্জ-২ ব্লক কমিটির কর্মীসভা বসে। বৈঠকে বক্তব্য রাখেন দলের কোচবিহার জেলা কমিটির দুই সহসভাপতি নিরঞ্জন দত্ত ও জলিল আহমেদ, বিধায়ক ফজল করিম মিয়াঁ, ব্লক সভাপতি রথীন মণ্ডল প্রমুখ। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী দশরথ তিরকিকে পুনর্নির্বাচিত করতে ও বিজেপি-কে ঠেকাতে সমস্ত স্তরের দলীয় কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াইয়ে নামতে আহ্বান জানানো হয় সভায়। এছাড়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্যের উন্নয়নের চিত্রকে প্রতিটি মানুষের কাছে তুলে ধরতে প্রতিটি বুথের প্রতিটি বাড়িতে প্রচারের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

ইচ্ছেশক্তির ওপর ভর করে ফের হাঁটা শুরু নন্দিতার

নন্দিতা এখন। ছবি ঃ শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১৩ মার্চ ঃ এই কাহিনি রূপকথা নয়, তবে ক্রমশ শেষ পরিণতির দিকে এগিয়ে চলা বন্ধ চা বাগানের এক যুবতির ফিনিক্স পাখির মতো নতুন জীবন শুরু করার আখ্যান তো বটেই। যার প্রতিটি পর্বের সাক্ষী উত্তরবঙ্গ সংবাদ। ডায়নাপাড়ের ধরণিপুর চা বাগানের সেই নন্দিতা নট্ট এখন সুখী রমণী। তিনি শুধু শিরদাঁড়া সোজা করে হাঁটেনই না, তিনি রাঁধেনও।

গল্পের শুরু ২০১৩-র মাঝামাঝি। তার আগের বছরই বাগানের গেটে তালা ঝুলেছে। কাজ হারিয়ে নন্দিতা সহ পরিবারের পাঁচজনকে নিয়ে তখন হাবুডুবু দশা শ্রমিক রাসু নট্টর। এমন সময় একমাত্র মেয়ে মেরুদণ্ডের কঠিন ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়। গোদের ওপর বিষফোড়ার মতো ওই অবস্থাতেই পাশের ডায়না নদীতে জল আনতে গিয়ে সেই ক্ষয়িষ্ণু মেরুদণ্ডের একটি হাড় ভেঙে যায়। এর জেরে হাঁটাচলা এমনকি বসাও বন্ধ হয়ে যায়। মেয়ের চিকিৎসা করানোর সাধ্য ওই শ্রমিকের ছিল না। বাগানের বাসিন্দারাই চাঁদা তুলে তাকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভরতি করান। চিকিৎসকরা অস্ত্রোপচারের নিদান দিয়েছিলেন। কিন্তু আর্থিক সামর্থ্য না থাকায় সেই অস্ত্রোপচারের দিন আর আসছিল না। শেষে বাঁচতে চেয়ে আর্থিক সাহায্যের আর্জি জানিয়ে নন্দিতার জীবনসংগ্রামের কাহিনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এ প্রকাশিত হয়। তারপরই সবকিছু আমূল বদলে যায়। গোটা উত্তরবঙ্গের পাশাপাশি কলকাতা থেকেও নজিরবিহীন সাহায্য আসা শুরু হয়। প্রশাসন থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য দপ্তর, রামকৃষ্ণ মিশনের মতো প্রতিষ্ঠানও পাশে দাঁড়ায়। ২০১৪-র ২ জানুয়ারি কলকাতার হাসপাতাল থেকে বিশেষজ্ঞ নিয়ে এসে তাঁর মেরুদণ্ডের অস্ত্রোপচারও হয়। এরপর সাত মাস হাসপাতালেই টানা চিকিৎসার পর বাড়িতে আসার অনুমতি মেলে। তখন হাঁটা তো দূরের কথা, ভালোভাবে বসতে গেলেও যন্ত্রণায় তিনি কুঁকড়ে যেতেন। তবে চিকিৎসকদের পরামর্শ আর নিজের ইচ্ছাশক্তিকে পাথেয় করে নন্দিতা ধীরে ধীরে ফের নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখেন।

শিলিগুড়ির একটি নির্মাণ সংস্থার কর্মী মনদীপ সেনগুপ্তর সঙ্গে নন্দিতার পরিচয় হাসপাতালের বেডে শুয়েই। কাগজে খবর পড়ে ওই যুবকও সাধ্যমতো সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছিলেন। তখনই মন দেওয়া-নেওয়ার পর্ব শুরু। তাঁদের ভালোবাসা নজর এড়ায়নি নন্দিতার বাবা-মায়েরও। অবশেষে লুকসানের একটি মন্দিরে ২০১৭ সালে তাঁদের সম্পর্ক পরিণতি পায়। এই দম্পতি এখন শিলিগুড়ির বাসিন্দা। নন্দিতার কথায়, 'আমি সুখী। এখন মোটামুটি সব কাজই করতে পারি। একটা সময় আশাই ছেড়ে দিয়েছিলাম। যাঁদের জন্য নতুন জীবনে ফেরা তাঁদের কোনোদিন ভুলব না। এমন পরিস্থিতিতেও আমাকেই জীবনসঙ্গী করার প্রতিজ্ঞায় অটল থাকায় মনদীপের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা নেই।'

সেইসময় নন্দিতার জন্য মামা সঞ্জয় নট্টও বিস্তর দৌড়ঝাঁপ করেছিলেন। তিনি বলেন, 'এমনটাও যে হয় সত্যিই আগে জানা ছিল না।' বাবা রাসু ও মা অণিমার কথায়, 'মেয়েকে সুখী দেখে এখন মরেও শান্তি পাব।'

ফরাক্কায় গ্রামীণ হাসপাতাল তৈরি না হওয়ায় ক্ষোভ বাড়ছে

ফরাক্কা, ১৩ মার্চ ঃ ফরাক্কায় এখনও পর্যন্ত কোনো গ্রামীণ হাসপাতাল তৈরি না হওয়ায় ক্ষোভ বাড়ছে এলাকাবাসীর মধ্যে। গত কয়েক দশক ধরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের তরফে একাধিকবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ হয়নি আজও।

দ্বিতীয় ইউপিএ সরকার ক্ষমতায় থাকাকালীন তৎকালীন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী তথা দক্ষিণ মালদার সাংসদ আবু হাসেম খান চৌধুরি এবং ফরাক্কার বিধায়ক মইনুল হক ফরাক্কা ব্যারেজ হাসপাতালটিকে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য দপ্তরের অধীনে এনে তার মান বাড়াতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। সেইমতো একটি রূপরেখাও তৈরি হয়। মউ চুক্তির মাধ্যমে হাসপাতাল হস্তান্তরের চেষ্টাও করা হয়েছিল। কিন্তু পরে বিজেপি ক্ষমতায় এলে জানা যায়, হাসপাতাল হস্তান্তরের সেই চেষ্টায় নিয়মকানুনের কিছু ত্রুটি রয়েছে। ফলে হাসপাতালটি আগের অবস্থাতেই থেকে গিয়েছে। বর্তমানে কেন্দ্রীয় জলসম্পদ দপ্তরের অধীনে হাসপাতালের পরিকাঠামোর উন্নয়ন করা হলেও পরিসেবার কোনো পরিবর্তন হয়নি। হাসপাতালে কোনো বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নেই। চাহিদামতো জীবনদায়ী ওষুধ মেলে না। চিকিৎসকের অভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছে অন্তর্বিভাগও। রাতবিরেতে ব্যারেজের কেউ অসুস্থ হলে বেনিয়াগ্রাম হাসপাতাল বা মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠাতে হয়।

অনেক সময় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে রোগীর মৃত্যুও হয়। এবার লোকসভা ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতাল নিয়ে মানুষের ক্ষোভ বাড়ছে। ফরাক্কার বাসিন্দা মন্টু রজক বলেন, 'এলাকায় ভালো মানের একটি গ্রামীণ হাসপাতাল হওয়া প্রয়োজন। ভোট আসতেই অনেকেই ফের হাসপাতালের কথা বলতে শুরু করেছেন। এতে আমরা আশার আলো দেখছি।'

ফরাক্কার হাসপাতাল প্রসঙ্গে প্রাক্তন সাংসদ তথা সিপিএম নেতা আবুল হাসনাৎ খান বলেন, 'আমি সাংসদ থাকাকালীন বল্লালপুরে একটি গ্রামীণ হাসপাতালের জন্য জমি চিহ্নিত করা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে সে কাজ আর এগোয়নি।' ফরাক্কার বিধায়ক মইনুল হক বলেন, 'দ্বিতীয় ইউপিএ সরকারের আমলে আধুনিকমানের হাসপাতাল তৈরির জন্য মউ চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছিল। পরে বিজেপি ক্ষমতায় এলে কাজটি হয়নি।'

দ্বিতীয় ইউপিএ সরকারের আমলে আধুনিকমানের হাসপাতাল তৈরির জন্য মউ চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছিল। পরে বিজেপি ক্ষমতায় এলে কাজটি হয়নি।

– মইনুল হক
বিধায়ক, ফরাক্কা

সাংসদ থাকাকালীন বল্লালপুরে একটি গ্রামীণ হাসপাতালের জন্য জমি চিহ্নিত করা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে সে কাজ আর এগোয়নি।

– আবুল হাসনাৎ খান
প্রাক্তন সাংসদ

অন্ধকার দূর করতে পথবাতি চায় মধ্য শান্তিনগর

শিলিগুড়ি, ১৩ মার্চ ঃ পর্যাপ্ত পথবাতির অভাবে সন্ধ্যা নামতেই অন্ধকারে ঢেকে যায় মধ্য শান্তিনগরের সারদা মোড় সংলগ্ন এলাকা। অন্ধকার নামতেই রাস্তার ধারে ধারে শুরু হয়ে যায় মদ্যপদের আড্ডা। মাঝেমধ্যেই অল্পবয়সি ছেলেদের মদ খেয়ে বচসা ও মারামারি করতেও দেখা যায় বলে অভিযোগ করেন বাসিন্দাদের একাংশ। ফলে অন্ধকার রাস্তা দিয়ে সন্ধ্যার পর চলাফেরা করতে ভয় পাচ্ছেন এলাকার মহিলা এবং বয়স্করা। পর্যাপ্ত আলো না থাকায় রাস্তার উপর দুর্ঘটনা ঘটছে বলেও অভিযোগ করেন অনেকেই। অন্ধকারে আলো ফেলতে তাই আরও পথবাতি চাইছেন বাসিন্দারা।

ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্য শান্তিনগরে বহুদিন ধরেই পথবাতি নিয়ে সমস্যা রয়েছে। সব থেকে বেশি সমস্যায় পড়তে হচ্ছে সারদা মোড় সংলগ্ন মধ্য শান্তিনগর ও ঠাকুরনগর সংযোগকারী রাস্তাটির আশপাশের বাসিন্দাদের। এলাকার অন্যান্য রাস্তায় এক-দুটি পথবাতি দেখা গেলেও, এই রাস্তাটিতে আলো নেই বললেই চলে। আলোর অভাবে সন্ধ্যা নামতেই রাস্তায় মদ্যপদের আড্ডা বসে যায় বলে জানান এক বাসিন্দা রামপ্রসাদ দত্ত। তিনি বলেন, 'রাস্তায় বহুদিন ধরেই কোনো বাতি নেই। বিকেলের পর তাই এখান দিয়ে চলাফেরা করতে খুব অসুবিধা হয়। সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েন মহিলা এবং বয়স্করা। অন্ধকারে মদ্যপদের আড্ডা বেড়ে যাওয়ায় মাঝেমাঝেই নেশা করে অল্পবয়সি ছেলেদের মারামারি করতে দেখা যাচ্ছে। পঞ্চায়েত থেকে রাস্তায় আরও বাতি লাগানোর কথা চিন্তা করা উচিত।'

আরেক বাসিন্দা বুবাই ঘোষ বলেন, 'দিনকয়েক আগে চার-পাঁচজন ছেলের মধ্যে বিশাল ঝামেলা হয়েছিল এখানে। অকথ্য ভাষায় একে অপরকে গালাগাল করতে করতে মারামারি শুরু করে তারা। ছেলেগুলি রাস্তার ধারে বসেই মদ্যপান করছিল। এছাড়া সন্ধ্যার পর পথচলতি মহিলাদের উদ্দেশ্য করে কটূক্তি করার মতো ঘটনার কথাও শুনেছি।'

নেশাগ্রস্তদের জন্য এই রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করতে রীতিমতো ভয় পান বলে জানান নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক এক স্থানীয় মহিলা। এলাকার মহিলাদের নিরাপত্তার স্বার্থে রাস্তায় পর্যাপ্ত পথবাতির প্রয়োজন রয়েছে বলেও জানান তিনি। তবে এলাকায় পথবাতির অভাব যে রয়েছে সেকথা স্বীকার করেছেন ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সুধা সিংহ চ্যাটার্জি। তিনি বলেন, 'গোটা পঞ্চায়েত এলাকাজুড়ে আমরা প্রায় ২০০টি পথবাতি লাগিয়েছিলাম। তার মধ্যে অনেকগুলি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তবে প্রধান সমস্যা হয়ে গিয়েছে বকেয়া বিদ্যুৎ বিল। সাড়ে ৫ লক্ষ টাকারও বেশি বকেয়া বিল পড়ে রয়েছে। পঞ্চায়েতের ফান্ডে অত টাকা না থাকায় এই সমস্যার সমাধান করা যাচ্ছে না। তবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এর সমাধান করার চেষ্টা করব।'

নির্বাচনি নির্ঘণ্ট ঘোষণার পরেও তুফানগঞ্জ শহরে সরকারি বিজ্ঞাপন। ছবি ঃ প্রদীপ কুণ্ডু

ভুট্টার রোগ নিয়ে প্রশিক্ষণ শিবির

ধূপগুড়ি, ১৩ মার্চ ঃ ভুট্টা খেতের জমিতে ফল আর্মি ওয়ার্ম নিয়ে জোর প্রচার শুরু করা হয়েছে। নিয়মিত গ্রাম পঞ্চায়েতভিত্তিক কৃষকদের নিয়ে প্রশিক্ষণ শিবিরও করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে জলপাইগুড়ি জেলার ব্লকগুলিতে গ্রাম পঞ্চায়েতভিত্তিক বেশ কিছু প্রশিক্ষণও হয়েছে। চলতি মাসে আরও শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন জেলার কৃষি আধিকারিকরা। মূলত ভুট্টা খেতে কোনোরকম সমস্যা দেখলেই তার মোকাবিলায় কাজ শুরু করছেন কৃষি অধিকর্তারা। কিন্তু এখনও পর্যন্ত দুই জেলার কোনো এলাকাতেই ফল আর্মি ওয়ার্ম রোগের কোনো লক্ষণ দেখা যায়নি। তবে সজাগ থেকে আগামী সতর্কতা নিয়েই উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।

সম্প্রতি, ধূপগুড়ি ব্লকের সহকৃষি অধিকর্তার দপ্তরের মিটিং হলে বিশেষজ্ঞদের উপস্থিতিতে কৃষকদের নিয়ে সতর্কতামূলক শিবির করা হয়। সেখানে ফল আর্মি ওয়ার্ম রোগের লক্ষণ সহ রোগাক্রান্ত হলে ফসলের কী ক্ষতি হতে পারে, চাষের জমি কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে সেসব নিয়েই আলোচনা করা হয়। ধূপগুড়ি ব্লকের সহকৃষি অধিকর্তা তিলক বর্মন বলেন, প্রত্যেকটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা বাছাই করে শিবির করা হচ্ছে। যেহেতু ভুট্টা খেতেই শুধুমাত্র ফল আর্মি ওয়ার্ম রোগটি ছড়াবার আশঙ্কা রয়েছে, তাই বিভাগীয় নির্দেশ মেনে কড়া সতর্কতা নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি কৃষকরাও যাতে রোগের লক্ষণ দেখে বুঝতে পারেন ফসলে কী রোগের আক্রমণ ঘটেছে তার জন্যই মূলত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, কৃষি বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, ফল আর্মি ওয়ার্ম প্রথম আমেরিকাতে দেখা যায়। এরপর ২০১৬ সালে আফ্রিকাতেও কৃষিজমিতে দেখতে পাওয়া যায়। ২০১৮ সালে প্রথম ভারতের কর্ণাটকে দেখা যায় এবং এই বছরই এ রাজ্যের নদিয়া জেলাতেও এর উপস্থিতি লক্ষ করা গিয়েছে। রাজ্যজুড়ে প্রায় দুই লক্ষ হেক্টর জমিতে ভুট্টা চাষ করা হয়। মূলত খারিফ, রবি ও গ্রীষ্মকালে ভুট্টা চাষ করেন কৃষকরা। পাশাপাশি রাজ্যের মধ্যে উত্তর দিনাজপুর জেলায় সব থেকে বেশি ভুট্টা চাষ হয় এবং জলপাইগুড়ি, কোচবিহার সহ দক্ষিণবঙ্গের মুর্শিদাবাদ, নদিয়া ছাড়াও বেশ কয়েকটি জেলায় এই ফসল হয়। প্রত্যেকটি জেলার ভুট্টা চাষকে গুরুত্ব দিয়ে সতর্কতা জারি করা হয়েছে।